ইতি

শ্রী শচীন ভট্টাচার্য্য

নাট্যকার - শ্রী শচীন ভট্টাচার্য্য
একটি শ্রুতিনাটক
অপ্রকাশিত এবং অপ্রযোজিত
সময়সীমা -- ২০ মিনিট
চরিত্র - বিত্রম ও সুদীপ্তা
(সুদীপ্তার ঘর, কিছু লেখার কাজে ব্যস্ত সুদীপ্তা, বিত্রম ঘরে এলো)

বিত্রম ।। ভেতরে আসতে পারি?
সুদীপ্তা।। আসুন - ওঃ, তুমি?
বিত্রম।। হ্যাঁ।
সুদীপ্তা।। এখানে কেন এসেছো?
বিত্রম।। একটা কথা বলেই চলে যাবো।
সুদীপ্তা।। যা বলবার তাড়াতাড়ি শেষ করে চলে গেলেই খুশী হবো--তোমার সঙ্গে কথা বলে নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই--দেখতেই পাচ্ছো আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। কি বলতে চাও বলো?
বিত্রম।। এটার কি কোন প্রয়োজন ছিলো?
সুদীপ্তা।। কোনটার?
বিত্রম।। এই যে বিবাহ বিচ্ছেদের নোটীশটা আমাকে ধরিয়েছো এটার কোন প্রয়োজন ছিলো কি?
সুদীপ্তা।। তোমার সঙ্গে কথা বলার সম্পর্ক আমার চুকে গ্যাছে -- কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি আমার বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করে আমার কাছে আমার কোন কাজের কৈফিয়ৎ চাইবে সেটা আমি চাই না-- আমাকে বিরক্ত না করে চলে গেলেই আমি ধন্য হবো।
বিত্রম।। আমি শুধু জানতে চাইছি -- এই যে কাজটা তুমি করলে এটার আদৌ কোন প্রয়োজন ছিলো কি?
সুদীপ্তা।। ছিলো বলেই পাঠান হয়েছে।
বিত্রম।। আমি তো তোমার জীবন থেকে একেবারেই সরে গেছি সেও প্রায় দশ বছর হোলো -- কোন সম্পর্কই আজ আমাদের মধ্যে নেই--আমরা দুজনেই সেটা স্বীকার করে নিয়েছি আমরা আজ একজন আর একজনের কাছে অবাঞ্ছিত।
সুদীপ্তা।। তবু এর একটা প্রয়োজন আছে।
বিত্রম।। তবু এর প্রয়োজন আছে।
সুদীপ্তা।। হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে সকল রকম সম্পর্ক বা বন্ধন যাই বলো--আমি পুরোপুরি মিটিয়ে ফেলতে চাই।
বিত্রম।। সেটা কি কোর্টে গিয়ে লোক হাসিয়ে?
সুদীপ্তা।। কে হাসলো আর কে কাঁদলো সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তার সময় আমার নেই-তাছাড়া আমার তো মনে হয় আম

াদের নিয়ে মাথাব্যথার সময়ও কারো নেই।

বিত্রম।। জয়-রাখী হাসবে না?

সুদীপ্তা।। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটাই বা কি?

বিত্রম।। কোন সম্পর্ক নেই?

সুদীপ্তা।। গুন্ডার মতো ধরে বেঁধে আমার ইচেছর বিদ্ধে ওদের জন্ম দিয়েছো--গুন্ডা বদমাস কোথাকার!

বিত্রম।। অনেক পড়াশুনো শিখে ভাষাটার সদ্ব্যবহার তো ভালোই শিখেছো?

সুদীপ্তা।। শিখেছিলাম তো অনেক কিছুই তোমাদের বাড়িতে থেকে তার কোনটার সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলুম শুনি? একটার স্বীকৃতিও কি তোমরা দিয়েছো? কষ্ট করে সংসার চালিয়েও কতো অর্থ খরচা করে বাবা আমাকে নাচ গান দুই-ই শিখিয়েছিলেন-অভিনয় শিখিয়েছিলেন-অভিনয় করতে গিয়েই তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়-অথচ বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে এসে আমাকে কি শুনতে হলোঃ নাচ গান অভিনয় এ্যাতোদিন যা করেছো, করেছো-আর ওসব করা চলবে না-ওসব বেলেল্লাপনা আমারা সহ্য করবো না-ওসব যারা করে তারা ভদ্র ঘরের বউ হবার যোগ্য নয়। মনে করোতো সেদিনকার কথা-বসিরহাটের রবীন্দ্রভবনে জাঁদরেল জাঁদরেল সব মিনিষ্টারদের সামনে 'পাথরের চোখ' এর সো করেই রিজার্ভড বাসে বাড়ি ফিরেছিলাম-তাতে রাত তো কিছুটা হবেই আমাকে দরজা অবদি এগিয়ে দিতে এসেছিলো অরিন্দম-অরিন্দমকে কি ভাষায় সেদিন তুমি আত্রমণ করেছিলে আজ কি সেসব কথা মনে পড়ছে? মাথা নীচু করে অরিন্দম চলে গিয়েছিলো কারণ সে যথার্থ ভদ্রঘরের ছেলে। তোমার মতো তথাকথিত ভদ্র পরিবারের মুখোশপরা মানুষ সে নয়--যতো অস্ফুটে উচচারণ করে থাকো আমি কিন্তু সেদিন স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম, তুমি বলেছিলে ঃ প্রোসটিটিউট কোথাকার! অস্বীকার করতে পারো?

বিত্রম।। হ্যাঁ বলেছিলাম--তবু তো তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক প্রোগ্রাম করেছো, করোনি?

সুদীপ্তা।। লুকিয়ে আমাকে কেন করতে হবে শুনি? লুকিয়ে করবো বলে কি প্রকাশ্যে নিয়মিত ক্লাস করে ওগুলো আমি শিখেছিলাম? রোজ তার জন্য কম অশান্তি গ্যাছে--আমি কি কোন অপরাধ করছি নাকি যে ভয়ে ভয়ে এসব করবো তুমি কি একদিনও তার কোন প্রতিবাদ করছো--তোমাকে কতোবার বলেছিলাম ঃ বাবা-মাকে একটু সিমপ্যাথেটিক একটু কনসিডারেট হতে বলো। ওনারা যা করেছেন সেতো বলতে গেলে মেন্টাল টরচার-তুমি তার উত্তরে কি বলেছিলে মনে পড়ে? বলেছিলে ঃ তোমার দ্বারা সেটা আদৌ সম্ভব নয়। উল্টে কি উপদেশ আমাকে দিয়েছিলে? বলেছিলে ঃ তোমার ইচেছ হলে তুমি গিয়ে তোমার বাবা-মা-ভাই এর কাছে থেকে যতো খুসী অভিনয় করোগে যাও! বলোনি?

বিত্রম।। হ্যাঁ বলেছি কিন্তু কেন বলেছি? তোমাদের কোন স্যোসাল স্টাটাস ছিলো না--রীতিমতো ভিখিরী ছিলো তোমার বাবা-সিঁথির মোড়ে একটা ড্রপুন্দ্বন্তুব্ধজ্জনন্ত্রপ্ত ঙ্গসঙ্গসম্ভব্দ -এর দোকান--

সুদীপ্তা।। আর তোমরা সব টাটা-বিড়লার বংশধর না? আমাদের সামাজিক অবস্থানটা কি এবং কেমন সেটা না জেনেই কি তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে? বিয়ের আগে পঞ্চাশবার আমাদের বাড়িতে তুমি যাওনি? ঐ দোকানের কথা তুলছো-- একশোবার আমার খোঁজে ওখানে তুমি যাওনি? তখন বুঝতে পারোনি? বিয়ের পরেই আমরা ভিখিরী? আর তোমরা সব বিত্তশালী বনেদি--ছ্যাঁচড়া ছোটলোক কোথাকার।

বিত্রম।। ভদ্রভাবে কথা বলো সুদীপ্তা!

সুদীপ্তা।। অনেক অভদ্র ব্যবহার তোমার কাছ থেকে তোমার বাবা-মায়ের কাছ থেকে আমি পেয়েছি--ভদ্রলোকদের সত্যিকারের অভদ্রতার নোংরা রূপটা তোমাদের বাড়িতে থেকেই আমি জেনেছি--নীরবে অনেক অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে--তুমি আর দয়া করে আমাকে ভদ্রতা শেখাতে এসো না-যা বলবার কোর্টেই বোলো--কোর্টেই জবাব পাবে--আমি ব্যস্ত আছি-তুমি দয়া করে এখান থেকে বিদেয় হলেই আমি খুশী হবো। আমার এখানে এখন সব সত্যিকারের ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলারা তাদের ছেলেমেয়েদের ভদ্রতা শেখাতেই দিয়ে যায়-নিয়ে যায়-তোমার মতো একটা চরিত্রহীন লম্পট জানোয়ারকে এখানে দেখলে তারা আঁতকে উঠে পালাবে-অতীতে আমার অনেক ক্ষতি তুমি আর তোমার বাড়ির সবাই মিলে করেছো--নোতুন করে আমার কোন ক্ষতি হোক সেটা আমি চাইনা।

বিত্রম।। আমি চরিত্রহীন লম্পট জানোয়ার?

সুদীপ্তা।। তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে?

বিত্রম।। বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত তুমিও কিন্তু কিছু কম করোনি? আমাদের বাড়ি থেকে চলে আসবার আগে পূজোর সময় ড্রিঙ্ক করে চিরঞ্জীবের সঙ্গে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে যে সিন তুমি ত্রিয়েট করেছিলে আজও লোকে সেটা নিয়ে হাসাহাসি করে-হাসছো যে?

সুদীপ্তা।। মদ আমি আজ অবধি একফোঁটাও ঠোঁটে স্পর্শ করিনি-করবার প্রয়োজনও হয়তো পড়বে না-আমার ঐতিহ্য আর তোমার-তোমার পূর্বপূষের ঐতিহ্য এক নয়--তোমাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক কাটাবার একটা সুযোগ খুঁজেছিলাম--চিরঞ্জীবকে তুমি সবসময়ই ঈর্ষা করতে-ওকে নিয়ে অনেক কাঁটাও তুমি আমাকে বিঁধিয়েছো-সেই কাঁটা দিয়েই তোমাকে আঘাত করেছিলাম যাতে তুমি বলতে বাধ্য হওঃ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও-কিন্তু তার থেকেও অনেক বেশী বাড়াবাড়ি তুমি করেছিলে-আমাকে আত্রমণ করে আমাকে তুমি-থাক সেসব কথা আর মনে করতে চাইনা-আমি যে যেদিন যন্ত্রনার রং-এর মাতাল মেজোবোন দ্বীপির ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয় করছি সেটা তোমার ঈর্ষাকাতর মন কল্পনায়ও আনতে পারেনি আর দূরে দাঁড়িয়ে তোমার বাবা-মায়ের হম্বি তম্বি আর খিস্তিখেউড় সেতো সেদিন হিন্দী সিনেমাকেও হার মানিয়েছিলো।

বিত্রম।। সুদীপ্তা!

সুদীপ্তা।। তোমার আর তোমার বাবা-মায়ের নামের আগে আরো অনেক নোংরা বিশেষণ বসানো যায়--ভাবতে আমার আজ সত্যিই লজ্জা হয় যে তুমি আমার স্বামী ছিলে আর তোমার মতো একটা মেদন্ডহীন সরীসৃপকে আমি একদিন ভালোবেসে স্বামী বলে স্বীকার করে নিয়েছিলাম-কি মারাত্মক ভুলই না আমি সেদিন করেছিলাম।

বিত্রম।। সে ভুলতো তোমার ভেঙ্গেছে?

সুদীপ্তা।। ভেঙ্গেছে বলেই এক কাপড়ে তোমাদের বিত্তবানের সোনার গরাদ ভেঙ্গে একদিন বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম। নাম বিত্রম হলেই মানুষ বিত্রমী হয় না--যথার্থ শিক্ষা সংস্কৃতি-চি-শান্তি প্রগতির চর্চা যারা করে তারাই বিত্রমী। তোমাকে ভালোবেসে বিয়ে করে তোমার হাত ধরে অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে চেয়েছিলাম। তুমি তো জানতে, চরম দারিদ্রের মধ্যে নৈরাশ্য-উদ্বেগ-যন্ত্রণার শিকার আমি তোমার স্ত্রীর মর্যাদা নিয়ে সুখী হতে চেয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু আমার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে সেটা হোক সেটা কখনোই আমার কাম্য ছিলো না--সে শিক্ষাও আমি পাইনি। বিবাহ শুধু শারীরিক সুখের জন্য যারা করে তারা জানোয়ার-মানসিক সুখ না থাকলে সে বিবাহ-বন্ধন অর্থহীন-তোমাদের বাড়িতে সবাই উচচশিক্ষিত অথচ এই সামান্য বোধটুকু তাদের ছিলো না, তোমার তো আদৌ ছিলোনা-এটা ভাব যায়!

বিত্রম।। তোমার কথাটার কিছুটা সত্যি আছে আমি মানছি।

সুদীপ্তা।। কিছুটা! পুরোটা নয়? ঠিক আছে কিছুটা সত্যি আছে সেটা আজ মানছো এটাই যথেষ্ট-এটা বুঝবার ক্ষমতাটা অ্যাতোদিন কোথায ছিলো? আমার বাব-মা-ভাই-ভাই এর বন্ধুরা যাতে তোমাদের বাড়িতে গিয়ে হুজ্জোৎ করতে না পারে সেজন্য বাড়িতে ১৪৪ ধারা জারী করিয়েছিলে। মনে পড়ে?

বিত্রম।। রাজীব আমাকে তিনদিন ধরে টেলিফোন ন্ধড়ক্তজন্দ্ধব্ধন্দ্ধরুন্তন্ধ দিয়েছিলো?

সুদীপ্তা।। সে তার বোনের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করবে না-তার নৈতিক দায়িত্ব নেই?

বিত্রম।। তাই বলে মার্ডার-এর হুমকি দেবে?

সুদীপ্তা।। সুদূর বম্বেতে থেকে কোলকাতার কোন পিতৃভত্ত গর্দভকে মার্ডার করা যায় নাকি?

বিত্রম।। পয়সার জোরে অনেক কিছুই করা যায়। ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে মার্ডার করানো যায় না- - রোজ খবরের কাগজে দেখছো না?

সুদীপ্তা।। দেখলেও অতো সহজে যায় না--ওটা কথার কথা। পয়সার জোরের কথা তুললে না? পয়সার জোর আজ থেকে ১০ বছর আগে তোমাদেরও কম ছিলো না--আমাকে আটকাতে পেরেছো? স্বাধীনতা বাদে সব কিছুই তো তোমরা আমাকে দিয়েছিলে--তবু নিজের ইচেছয় সব কিছু ছেড়ে চলে এসে আমি আজ কি করেছি সেটাতো নিজের চোখেই দেখতে পাচেছা-এতোবড়ো একটা প্রতিষ্ঠান আমি নিজে গড়েছি-নাম যশ অর্থ তিলতিল করে শরীরের সব রক্ত নিংড়ে সব কিছুই আমি পেয়েছি--এবার আমার নিজের পদবীটাও আমি ফিরে পেতে চাই, তাই তোমার নামে বিবাহ বিচেছদের মামলা লড়তে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছি-তোমার সঙ্গে শেষ বাঁধনটুকু থেকেও আমি মুক্ত হতে চাই।

বিত্রম।। তুমি মুক্তি চাইছো, ছেলে মেয়েদের মুক্ত করবে কি করে?
সুদীপ্তা।। ওরা তোমারই রইলো-ওদের দুটোকে ফিলাডেলফিয়ায় দাদার কাছে রেখে মানুষ করা ছাড়া বাবার কোন কর্তব্য তুমি পালন করেছো শুনি মাতববর?
বিত্রম।। সুদীপ্তা, আমার অতীতের ভূলগুলোকে ভুলে তুমি কি আবার নতুন করে জীবন শু করতে পারো না?
সুদীপ্তা।। না পারিনা।
বিত্রম।। কেন, কেন পারো না?
সুদীপ্তা।। কটা ভুল ভুলবো বলতে পারো? আদিম বর্বর পশুর মতো আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছো--গৃহপালিত জন্তুর মতো আমাকে ব্যবহার করেছো-আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা পুরোপুরি হরণ করেছো--আমার সাংস্কৃতিক প্রতিভার অকালমৃত্যু ঘটিয়ে আমাকে মানসিক অবসাদের শিকার করেছো-ভদ্রবেশী-মুখোশধারী-নোংরা শিকারী তুমি-এসব কি ভোলা যায়?
বিত্রম।। মানুষ ভুল করে , ভুলও সেই মানুষই শুধরে নেয়।
সুদীপ্তা।। তুমি শুধরেছো! বিশ্বাস করা যায় না। একবার ভুল করে তোমার পেছন পেছন তোমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলাম-দ্বিতীয়বার ওমনি ভুল কেউ করে? আমার সকল প্রতিভার ধবংস হোক-এটা আমার কাম্য নয়!
বিত্রম।। তোমার সকলরকম প্রতিভার বিকাশ তো তুমি নিজেই করেছো-সকলরকম স্বাধীনতাই তোমার থাকবে-তুমি আরো বড়ো হবে-বিরাট হবে-
সুদীপ্তা।। থাক। কি করেছি না করেছি তার মূল্যায়ণ এতোদিন বাদে তোমাকে না করলেও চলবে। একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়ে প্রতিষ্ঠা যে পেয়েছি সেটা আজ সববাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছে। তার জন্য তোমার সার্টিফিকেটের প্রয়োজন আমার পড়বে না-- তোমার পদবীটা এখনো কাঁটার মতো আমার নামের গায়ে বিঁধে আছে তার যন্ত্রণায় আমি জর্জরিত, সেই দুর্বিষহ যন্ত্রণার হাত থেকে আমি আজ মুক্তি চাই।
বিত্রম।। তুমি সত্যিই মুক্তি চাও?
সুদীপ্তা।। হ্যাঁ চাই-মুক্তি চাই-অন্তর থেকে মুক্তি চাই-তোমার সঙ্গে কোন বন্ধন রাখতে আমি চাই না--আমি তোমাকে ঘৃণা করি-ঘৃণা! ঘৃণা! ঘৃণা!
বিত্রম।। এই নাও তোমার মুক্তিপত্র-আমার অনুরোধ, কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড় করিযে আমাকে আর ছোটো তুমি কোরেনা।
সুদীপ্তা।। তুমি!
বিত্রম।। হ্যাঁ। তুমি বিবাহ-বিচ্ছেদ চেয়ে যতগুলো অভিযোগ আমার বিদ্ধে করেছো তার সবগুলোই আমি স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিয়ে এই ছাড়পত্রে সই করে দিয়েছি-জীবনে অনেক অনেক ছোটো তুমি আমাকে করেছো-ভদ্রবাড়ির বউ হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে লোক হাসিয়ে আমাকে তুমি সকলের সামনে হাস্যস্পদ করেছো--ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে বহুবার তোমাকে আমি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছি-তাদের সন্তান বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা পাও জানিয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছো।
সুদীপ্তা।। হ্যাঁ দিয়েছি। সে তো আমি আজও বলছি, মা হতে আমি কখনোই চাইনি--পৃথিবীর সব মেয়েকেই মা হতে হবে নাকি? আশ্চর্য। আর তোমার সঙ্গেতো আমার সেইরকম চুক্তিই হয়েছিলো--আমরা বিবাহ করবো--বন্ধুর মতো থাকবো--নিজের নিজের সংস্কৃতির চর্চা করবো-মনে নেই? আমি আমার নিজের শরীর স্বাস্থ্যের যত্ন নেবো না--কতকগুলো একসট্রা অরগ্যান নেচার নারীদেহে সেঁটে দিয়েছে বলেই তার সদব্যবহার করতে হবে তার কি মানে আছে! ঘরে বসে স্ফুর্তি করে বছর বছর বাচচার জন্ম দেবে আর আমি তাদের মানুষ করবো--সেটা কখনোই সম্ভব নয় পরিষ্কার জানিয়েই তো আমাদের বিবাহ হয়েছিলো-সব কিছু ভুলে বর্বর জানোয়ারের মতো আমার দেহের ওপর অমানবিক অত্যাচার তুমি চালিয়ে গ্যাছো-এ আমার নারীত্বের অপমান নয়?
বিত্রম।। তোমার সঙ্গে কথা বলে আমিও আর সময় নষ্ট করতে চাই না-তবে অপমান তুমি আমাকেও কম করোনি--আমার বন্ধুবান্ধবদের সকলকে চিঠি লিখে নানা কাল্পনিক অত্যাচারের কাহিনী জানিয়ে আমাকে সামজিক বয়কটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছো সারা জীবন ধরে অনেক অনেক ছোটো তুমি আমাকে করেছো--খবরের কাগজের পাতায় ফলাও করে বিব

াহ বিচ্ছেদের কাহিনী ছাপিয়ে আর ছোটো তুমি আমাকে করো না। আমার অনুরোধ সুদীপ্তা, এটা শুধু তোমার আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক--ছেলেমেয়েদের তুমি একথা জানিয়ো না--তুমি সব সময় বলতে, আজও বললে, তোমাকে ধরে বেঁধে ওদের জন্ম আমিই দিয়েছি। সুতরাং ঘটনাচক্রে আমি ওদের বাবা--একথা শুনলে দূরে বসেও ওরা আমার জন্য দু-ফোঁটা চোখের জল ফেললেও ফেলতে পারে-- জীবনে যতো প্রতিষ্ঠাই তুমি পাওনা কেন--সফল মাতৃত্বের দাবী তুমি কোন দিনও করতে পারবে না।

সুদীপ্তা।। ওসব রামায়ণ মহাভারতের মূল্যবোধের কাহিনী তুমি আর দযা করে আমাকে শুনিয়োনা, আমি ক্লান্ত।

বিত্রম।। নানা অত্যাচারে নৈরাশ্যে মানসিক অবসাদে আমিও আজ জীর্ণ-আমার জীবনীশক্তি আজ প্রায় নিঃশেষিত, আমি আজ এক মৃত্যু পথযাত্রী-হয়তো খুউব বেশী দিন বাঁচবো না--তুমি সুখী হও, আরো উচচাকাংখী হও, আরো প্রতিষ্ঠিত হও, আন্তরিক ভাবেই জানিয়ে যাচ্ছি।

সুদীপ্তা।। বিত্রম!

বিত্রম।।প্রকৃতির সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি মানুষ--সেই সৃষ্টিকে যে অস্বীকার করে, সে যতোবড়ো শিল্পীই হোক, তাকেস্রষ্টা আমি কোনদিনও বলবো না-চলি।

সুদীপ্তা।। বিত্রম!

বিত্রম।। ভুল বললে--বলো বাবা মায়ের অপদার্থ গর্দভ বীর বিত্রম বাহাদুর।

(অভিনয়ের আগে নাট্যকারর সহিত যোগাযোগ কাম্য)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com